সুরক্ষা শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

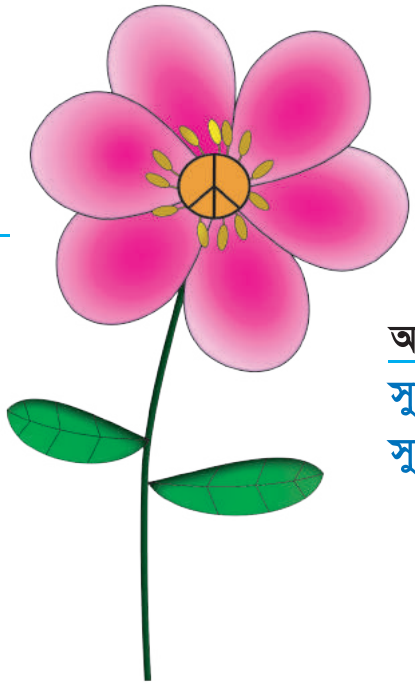

রচনায়

ড. উত্তম কুমার দাশ

সম্পাদনায়

মোঃ শাহজাহান

অংকন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

প্রণয়নে

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

কারিগরি সহায়তায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

European Union

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

প্রকাশক

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

১০/১৪ ইকবাল রোড

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৯৯২৬, হটলাইন : ০১৭৭৮২৪৯২৭৭

E-mail: btsbd94@yahoo.com

Web: www.breakingthesilencebd.org

অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সহযোগিতায়

সেভ দ্য চিলড্রেন

অংকন ও ডিজাইন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন কিষান

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	২৪

প্রথম অধ্যায়

শিশুর বিকাশ

আমরা শিশু। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। আমরা এ দেশটিকে সুন্দর করে গড়ে তুলব। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের জন্য কাজ করতে হলে আমাদের ভালোভাবে বেড়ে উঠতে হবে। শরীর ও মন সুস্থ রাখতে হবে। কোন দেশ কতটা উন্নত তা সে দেশের শিশুদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে বোঝা যায়। তাই শিশুর শরীর ও মন ভালো থাকা অত্যন্ত জরুরি। এদের ভালো থাকার উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করছে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটলে এরা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। শিশুর এই বিকাশ আমাদের জানা দরকার। শিশু জন্মের পর মায়ের কোলেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে। তারপর সে হামাগুড়ি দিতে ও হাঁটতে শিখে। মায়ের কোল থেকে ধীরে ধীরে এই যে বেড়ে ওঠা এরই নাম শিশুর বিকাশ। আমরা প্রত্যেকেই এভাবে বড় হয়েছি। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি মনের অনেক আবেগ, অনুভূতি, শেখার আগ্রহ, বুদ্ধিও বেড়েছে। যা আমরা একটি শিশুর সাথে আমাদের আচরণের তুলনা করলেই বুঝতে পারবো। শিশুর বেড়ে ওঠার ছবি -

নবজাতক

শৈশব

কৈশোর

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর (যেমন-নবজাতক, শৈশব, কৈশোর অবস্থা) চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবো ।
- শিশুর মানসিক বিকাশের উদাহরণ দিতে পারব ।
- শিশুর সামাজিক আচরণের বিকাশ কীভাবে ঘটে তা ছবি দেখে বা ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারব ।
- শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব ।

পাঠ - ১.১
শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বলতে শরীরের বৃদ্ধিকে বুঝায় । জন্মের পর থেকে শিশু দিনে দিনে একটু একটু করে বাড়ে । এতে শিশুর দেহের পরিবর্তন ঘটে । শিশুর দেহের এই পরিবর্তনকে শারীরিক বৃদ্ধি বলে । নিচের ঘটনাটি পড়ে আমরা শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বুঝতে পারবো ।

অনুপের জন্মকথা

মায়ের কোলে নবজাতক অনুপ

অনুপ যখন জন্ম গ্রহণ করেছে তখন তার ওজন ছিল ৩ কিলোগ্রাম (কেজি) । অনুপের চাচাত ভাই রবীনও অনুপের বয়সী । রবীনের জন্মের সময় ওজন ছিল ২ কেজি । অনুপের মা সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে খুবই সজাগ । অনুপের জন্মের ১ দিন পর তিনি আবার ওজন করে দেখলেন তার ওজন ৩ কেজির চেয়ে সামান্য কম । তিনি চিন্তিত হলেন । ১০-১২ দিন পর আবার ওজন নিয়ে দেখলেন ৩ কেজির চেয়ে একটু বেশি । তিনি ডাক্তারের নিকট পরামর্শের জন্য গেলেন । ডাক্তার তাকে বললেন অনুপ স্বাভাবিক শিশু । প্রথম একবছর বয়সে শিশুর ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে । প্রথম ৩ মাস সে প্রতিদিন ২৫-৩০ গ্রাম বাড়ে । ৫-৬ মাস বয়সে শিশুর ওজন জন্ম ওজনের দ্বিগুণ হয় এবং ১ বছর বয়সে তা ৩ গুণ হয় । ২ বছরে ওজনের ৪ গুণ । বর্তমানে অনুপের বয়স ৩

বছর, ওজন ১৮ কেজি।

রবীন কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে, এ নিয়ে তার মা খুবই চিন্তিত ছিলেন। একদিন ডাক্তার তাঁকে বললেন, জন্মের সময় সব শিশুর ওজন সমান হবে তা বলা যায় না। যেসব শিশুর জন্ম ওজন কম তাদের ৩-৪ মাস বয়সেই দ্বিগুণ হতে দেখা যায়। এমনকী এক বছর বয়সেই তাদের ওজন জন্ম ওজনের ৪ গুণ হয়ে থাকে। অপরদিকে ২ বছর বয়সের পর থেকে শিশুর ওজন বৃদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও কম হতে পারে। তিনি আরও বলেন, জন্মের পর থেকে প্রথম ৩ বা ৪ বছরের মধ্যে শিশুর ওজন প্রতি বছর গড়ে ২ কেজি ৫০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ৭৫০ গ্রামের মত বাড়লে তাকে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বলা যায়। কিন্তু রবীনের বয়স এখন ৩ বছর হলেও তার ওজন ১০ কেজি। তাহলে কে ওজনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক, অনুপ না রবীন?

৩ বছরের অনুপ

৩ বছরের রবীন

শিশু স্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে কিনা তা বোঝার আর একটি দিক হচ্ছে শিশুটির উচ্চতা। অর্থাৎ শিশুটি লম্বায় বাড়ছে কিনা; অনুপ ও রবীনের ছবি লক্ষ কর।

ও উচ্চতা জানতে হবে

জন্মের সময় অনুপের উচ্চতা ছিল ২০ ইঞ্চি। ১ বছরে বয়সে তার উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি হয়েছিল। অনুপের মা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন, শিশুর উচ্চতা বাড়ার নিয়ম কী? ডাক্তার সাহেব তাকে বলেন, ২ বছর বয়স থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধির নিয়ম হলো শিশুর বয়স যত বছর তার ২.৫ গুণ এর সাথে ৩০ ইঞ্চি যোগ করলে শিশুর স্বাভাবিক উচ্চতা পাওয়া যাবে। যেমন ধর, রবীনের ভাই মামুনের বয়স ১০ বছর। তার উচ্চতা হলো ১০*২.৫+৩০ = ৫৫ ইঞ্চি।

শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ৪ বছর বয়সের পর থেকে গড়ে অন্তত ২ ইঞ্চি করে প্রতি বছর লম্বা হওয়া উচিত। শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে তার উচ্চতা বৃদ্ধির হার তত কমে আসবে।

তাহলে তোমরা বলতো দেখি, ৪ বছর বয়সে অনুপের উচ্চতা কত হবে?
শিশুর ওজন ও উচ্চতা পরিমাপ থেকে আমরা শিশু স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা জানাতে পারি। শিশু স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা জানলেই আমাদের মা-বাবারা যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

রাস্তা-ঘাটে অনেক স্থানেই এখন ওজন ও উচ্চতা মাপার যন্ত্র দ্বারা ওজন মাপা যায়। আমরা ইচ্ছে করলেই আমাদের নিজেদের শারীরিক বৃদ্ধি সম্পর্কে জানতে পারি। আবার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ওজনও ভালো নয়।

কাজ : ১ শরীরের ওজন ও উচ্চতার দিক দিয়ে কে স্বাভাবিক শিশু? অনুপ না রবীন?

পাঠ : ১.২ ও ১.৩

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি

শিশুর নবজাতক কাল হলো জন্মলাভ হতে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত। এরপর হতে শিশুর শৈশব শুরু হয়ে যায়। অতি শৈশব হলো শিশুর ২ সপ্তাহ বয়স হতে ২ বছর পর্যন্ত। শৈশবকাল হলো ২ বছর হতে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত। শিশুর কৈশোর হলো ১২ বছর বয়স হতে ১৮/১৯ বছর পর্যন্ত।

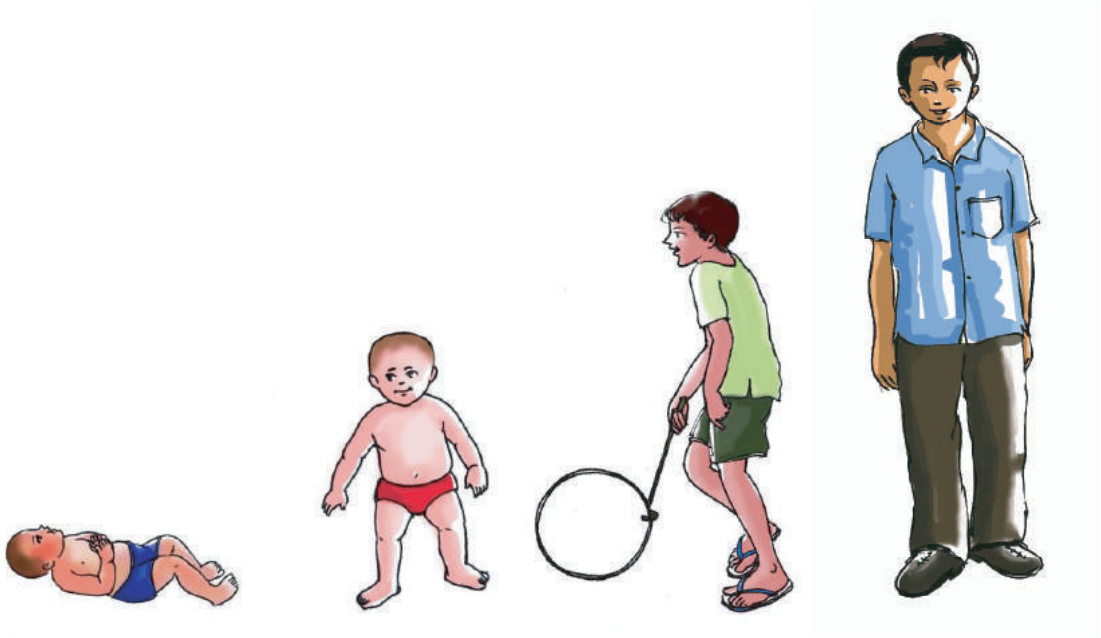

নবজাতক, অতিশৈশব, শৈশব, কৈশোর

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি জানার জন্য ওজন ও উচ্চতার পাশাপাশি আরও কতগুলো দিক জানতে হবে। ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর শরীরে আরো কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নবজাতক শিশুর মাথার মাঝখানে নরম অংশের পরিবর্তন ঘটে, এটির আকার জন্মের পর যতটা বড় থাকে প্রথম ৬ মাসের মধ্যে তা কমে আসে। ঠিক দেড় বছর বয়সের মধ্যে তা শক্ত ও দৃঢ় হয়ে যায়।

জন্মের পর হতে শিশুর মাথাও বড় হতে থাকে। জন্মকালে একটি সুস্থ সবল শিশুর

মাথার পরিমাপ থেকে বোঝা যায়, মাতৃগর্ভে শিশু সঠিকভাবে পুষ্টি পেয়েছে কিনা। জন্মকালে শিশুর মাথার পরিধি হয় ১২ ইঞ্চি থেকে ১৩ ইঞ্চি, ৬ মাস বয়সে তা বেড়ে ১৬ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি হওয়া উচিত। ১ বছর বয়সে হওয়া উচিত ১৭ ইঞ্চি থেকে ১৯ ইঞ্চি। এই পরিমাপের সাথে শিশুর মানসিক বিকাশের একটা সম্পর্ক আছে। এভাবে শিশুর বুকের পরিধিও বাড়ে এবং হাত, পা বৃদ্ধি পায়। বাড়ন্ত শিশুর আরও কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে, যেমন–

১. দেড় মাস বয়স থেকে শিশু কাছাকাছি কোনো রঙিন বা চলন্ত জিনিসের দিকে নজর রাখতে পারে। কোনো দিক থেকে জোরে শব্দ হলে সে সেদিকে মাথা ঘোরাতে পারে। মুখে খাবার জিনিসের স্বাদ বোঝে। শুধু পানি দিলে সে খেতে চায় না, কিন্তু পানিতে চিনি মিশিয়ে দিলে খেতে চায়। বিছানার চেয়ে মায়ের কোলের গরমে আরাম পায়।

২. ২ মাস বয়সের পর থেকে গলা দিয়ে কিছু কিছু আওয়াজ করতে পারে। যেমন- আ,উ। ৩ মাস বয়স পর্যন্ত যদি কোনো শিশুর এই সব শারীরিক লক্ষণ সঠিকভাবে প্রকাশ না পায়, তাহলে তার বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে না বলে মনে করা যেতে পারে।

৩. শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির আরও কতিপয় লক্ষণ–

উপুড় হওয়া শিশু

- ৩ মাস থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে শিশু–
  - উপুড় হতে পারে। ঘাড় ও মাথা শক্ত করে ধরে রাখতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত দুপাশে ঘোরাতে পারে।
  - বুকে ভর দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
  - কোনো জিনিস নজরে পড়লে তা হাতে ধরার চেষ্টা করে। মুখে দেয়ার চেষ্টা করে কিংবা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিতে পারে।
  - হাত ধরে তুললে পা শক্ত করে দাঁড়াতে পারে; আবার কোনো কিছুর সাহায্যে বসে থাকতে পারে।
  - তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেমন– আনন্দ, ভয়, বিরক্ত ইত্যাদি। এই সময়ে শিশু পরিচিতজন ও বস্তু চিনতে পারে।
  - তার নাম ধরে ডাকলে বুঝতে পারে। পরিচিত গলার আওয়াজ বুঝতে পারে এবং একটি দুটি করে স্বর বারবার উচ্চারণ করতে পারে।
  - শিশু হামাগুড়ি দিতে পারে এবং কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই একা-একা বসতে পারে।

- ৯ মাস বয়সে শিশু কোনো কিছু ছাড়া দাঁড়াতে শেখে এবং কোন কিছু ধরে ধরে একপা দুপা করে হাঁটতেও পারে।
- ধীরে ধীরে ১ বছর বয়সের মধ্যে শিশু দু একটি অর্থপূর্ণ শব্দ বলতে শেখে, নিজে নিজে হাঁটতে ও ছুটতে পারে, কে আপন আর কে পর তা বুঝতে শেখে।
- ১ বছর ৬ মাস বয়সে শিশু একটা একটা ধাপ করে সিঁড়িতে উঠতে নামতে পারে। পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি লেখে এবং জুতা খুলতে পারে। নিজের শরীরের নাক, চোখ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারে।
- ২ বছর বয়সে শিশু একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা করতে পারে। বইয়ের পাতা উল্টাতে পারে। অন্যদের খেলা অনুকরণ করে নিজে খেলতে পারে। জুতা, মোজা ও প্যান্ট পরতে পারে। হাত ধুতে ও মুছতে পারে। অনর্গল কথা বলতে পারে।
- ২ বছর ৬ মাস বয়সে শিশু তিন চাকার সাইকেল চালাতে পারে। জামাকাপড় পড়তে পারে। নানারকম প্রশ্ন করতে পারে। ছোট ছোট ছড়া বলতে পারে। দশ পর্যন্ত গুণতে পারে এবং অন্যদের সাথে খেলতে পারে।

- ৩ বছর বয়সে শিশু গানের তালে তালে নাচতে পারে। হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে খেলতে পারে। ছোট ছোট ছড়া বলতে পারে।
- ৫ বছর বয়সে শিশু লাফাতে পারে।
- ৭ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুর ছুটাছুটি, লাফ-ঝাপ এবং দাপাদাপির অন্ত থাকেনা।
- ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সে শিশুর শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে শিশুর স্বরেরও পরিবর্তন ঘটে।

কাজ-১ : নিচের ছকটি পূরণ কর। কোন বয়সে শরীরের কী পরিবর্তন ঘটে?

বয়স	পরিবর্তনসমূহ

পাঠ : ১.৪
শিশুর মানসিক বিকাশ

শিশুর শরীরের বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশও ঘটে। শরীরের বৃদ্ধি দেখা গেলেও মনের বিকাশ দেখা যায় না তবে তা বোঝা যায়। নিচের ঘটনাটি পড়ে আমরা মানসিক বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারব।

দাদির কোলে রিতা-দাদি কথা বলছে যেন নাতি সাড়া দিচ্ছে, হাত পা নাড়ছে।

রিতার কথামালা

রিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করল সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। তার জন্মে সবাই ভাবত ঘরে সৌভাগ্য এসেছে। তার দাদি ২ সপ্তাহ পর্যন্ত তার আচরণ লক্ষ করে দেখলেন, রিতা চোখে আলো পড়লে চোখের পাতা বন্ধ করে, হাত মুঠো করে। কোনো শব্দে শরীর কেঁপে ওঠে। কখনো কাঁদে, আবার কখনো হাই তোলে। দাদি

এতে খুব আনন্দ পান।

দাদির দিন কাটে এই নাতনিকে নিয়ে। আর সারাদিনই তার সাথে একথা ওকথা বলেন। দাদু ভাই কেমন আছ, কী করো, আমায় হিংসে করবে নাতো! মনে হয়, নাতনি কত বোঝে! এক মাস বয়সে তিনি দেখলেন, যেভাবে তিনি কথা বলেন নাতনিও একটু একটু অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। দাদির আনন্দ কে দেখে। দাদির মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে। তার গলা শুনলে কান্না থামিয়ে দেয়, দাদি এতে খুব খুশি। সে কুকু বা কো- কো শব্দ করতে পারে। হাসে, কখনো আনন্দ আবার কখনো দুঃখ পায়। ওর বাবা-মা, খালা খালুর স্বর বুঝতে পারে। কথা বলতে চেষ্টা করে। কোনো কিছু পড়ে গেলে তা অনুসরণ করে। নিজের নাম ধরে ডাকলে ফিরে তাকায়।

কিশোরী রিতা কল্পনার জগতে চাঁদকে দেখছে

একদিন সকালে তার হাতের পানির গ্লাস দেখে সে হাত বাড়লো। তখন রিতার বয়স মাত্র ১০ মাস। ১ বছর বয়সেই রিতার মুখে মা, বাবা, মামা, দাদা ডাক শুনে দাদি খুবই আনন্দিত হলেন। ২ বছর বয়সে রিতা অনর্গল কথা বলতে পারে। ২ বছরের রিতা খেলার ছলে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। কোনো জিনিস তার হাতে থাকলে তা কাউকে দিতে চাইত না। রিতা এ বয়সে খুবই কৌতুহলী ছিল, অজানা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করত।

রিতা চার বছর বয়স হতেই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জণবর্ণ শিখে ফেলে। গল্প শুনতে ভালবাসে। নিজে নিজে বানিয়ে গল্প বলে, হয়তো গল্প একদিকে শুরু করে অন্য এক গল্প তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ বয়সে রিতা মনে করতো আকাশের চাঁদ তাকে অনুসরণ করে। দাদির কাছে এ গল্প ও গল্প শুনতে চেয়ে তাঁকে অস্থির করে তুলতো। ছয়/সাত বছর বয়সে রিতা নিজে নিজে গল্প তৈরি করতে শুরু করলে দাদি বললেন নাতনি আমার বিখ্যাত লেখক হবে।

রিতা এ বয়সে খুবই কল্পনাপ্রবণ ছিল। দাদি তার কল্পনাকে বাস্তবের সাথে মিল করে দিত। সর্বদা সত্য কথা বলা, অপরের উপকার করা, অন্যের প্রশংসা করা ইত্যাদি বিষয় গল্পের মাধ্যমে শেখাতেন।

নাতনি দাদির সবচেয়ে বড় বন্ধু। রিতা এ বয়সেই যুক্তি দিয়ে কথা বলত। সব প্রশ্ন যুক্তি দিয়ে বলতে পারত। ধৈর্য সহকারে বাড়ির কাজ করত। বাবা-মায়ের কথা শুনত। স্কুলের ব্যাগ, জামা সব কিছু গুছিয়ে রাখত। নাতনির নিজের কাজ নিজে করার ক্ষেত্রে দাদি সবসময় উৎসাহিত করতেন। রিতা নিজের যে কোনো বিষয়ে খুবই সচেতন। ওর মনে কত প্রশ্ন যা তার বাবা, মা ও দাদিকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলত। তার জানার ইচ্ছা ছিল অনেক। কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে ওর কোনো আবেগ ছিল না। এটা চাই, ওটা চাই এভাবে কখনো বলত না।

কৈশোরে রিতা অনেকটা পরিবর্তন হয়ে যায়। দাদি এ সময়ে এক অন্য রিতাকে আবিষ্কার করে। এ সময় তার আবেগ বেড়ে যায়, হঠাৎ রাগ করে, মুখভার করে, কখনো বা কোনো কল্পনার জগতে থাকে দাদি সেটা বুঝতে পারতো না। আগের মতো ধৈর্য নেই, অস্থির মন, রিতার এসব আচরণ দাদিকে ভাবিয়ে তুলতো। আবার কখনোও এত আনন্দ করত দাদি এদেখে তাকে বলতেন এই কান্না এই হাসি, আমার নাতনির কত রূপ।

কাজ-১ : রিতার মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ

বয়স	মানসিক বৈশিষ্ট্য

পাঠ : ১.৫

শিশুর সামাজিক আচরণের বিকাশ

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে তার সামাজিক আচরণেরও বিকাশ ঘটে। শিশু বাবা, মা ও অন্যান্যদের সাথে যে সব আচরণ করে তাই তার সামাজিক আচরণ। বিভিন্ন বয়সে শিশু বিভিন্ন আচরণ করে। বয়স যত বাড়তে থাকে শিশুর

আচরণও তত পরিবর্তন হতে থাকে।

শিশু জন্মের সময় হতে প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত কোনো সামাজিক আচরণ করে না। এ সময় সে শুধু শারীরিক প্রয়োজন মিটলেই সন্তুষ্ট থাকে। সে মানুষ, পশু-পাখির স্বরের পার্থক্য বোঝেনা। ২ মাস হতে শিশু মানুষ চিনতে পারে। তৃতীয় মাসে তার কাছে কেউ আসলে, তার সঙ্গে কথা বললে সে খুশি হয়। তাকে একা ফেলে গেলে সে কাঁদে।

শিশুর প্রথম সম্পর্ক হয় মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি এরকম বয়স্কদের সাথে। ২ মাস বয়সে সে তাঁদের মুখ দেখে হাসে। এ সময়ই শিশু সর্বপ্রথম তার পাশে অপর কোনো মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ৩ মাসে অন্য কেউ তার কাছে আসলে হাত-পা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করে, একা থাকতে চায় না। এ সময়েই সে মাকে চিনে। চতুর্থ মাসে তার সাথে কেউ খেলা করলে কিংবা কথা বললে সে হাসে। ৫ মাসে শিশু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন বুঝতে পারে। কর্কশ কণ্ঠস্বর কিংবা রাগের চাহনিতে শিশু ভীত হয়ে পড়ে। সুন্দর ও মধুর চাহনিতে আনন্দ প্রকাশ করে। এ বয়সে শিশু পরিচিত মুখ মনে করতে পারে। অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

শিশুরা ফুটবল খেলছে

৬ মাসে শিশু বড়দের চুল, নাক, চশমা ও জামা-কাপড় ইত্যাদি ধরতে চায়। মুখের নানা রকম ভঙ্গি করতে পারে। তবে এ সময়ে অচেনা মুখ দেখলে লজ্জা ও ভয় পায় এবং পরিচিতদের প্রতি তার একটা বন্ধুত্বপূর্ণ মনের ভাব থাকে। ৮-৯ মাসে শিশু ভাষা শেখার চেষ্টা করে। সে বড়দের অনুকরণ করে তালি দেয়। হাত নেড়ে কারো আসা যাওয়ার সময় আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। ১০-১২ মাস বয়সে নিজের ছবি আয়নায় দেখে খেলে ও তাকে চুমু দেয়। ১ বছর বয়সে শিশুকে না না বলে কোনো কাজ

থেকে বিরত রাখা যায়।

৬ বছর বয়সে শিশু সমাজ ও পরিবেশের সাথে কিছুটা পরিচিতি লাভ করে। এই পরিবেশে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বুঝতে পারে। হ্যাঁ বলতে শেখে। কোনটা আদরের, আবদারের কিংবা নিষেধের তা বুঝতে শেখে। সে নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহে নিজ হাতে খাবার খেতে শেখে। তার গ্যাস, থালা, বাটি, চামচ, পেয়ালা চিনে এবং গুছিয়ে রাখতে শেখে। এ সময়ে শিশুরা বল খেলতে পছন্দ করে। কেউ দলনেতা হয়। শিশুদের দলনেতা শিশুরাই ঠিক করে। যে দলনেতা হয় সবাই তার নির্দেশ মেনে চলে। শিশু দল থেকে অনেক আচরণ শিখে। একতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা এসব গুণগুলো শিশু দল থেকে শেখে। বিদ্যালয়, বাড়ির আঙিনায় এবং প্রতিবেশী দলে ৮-১০ বছরের শিশুরা খেলাধুলা করে। এ সব খেলায় শিশুর অনেক ধরনের আচরণ লক্ষ করা যায়– শিশুরা একে অন্যকে সাহয্যে করছে, একজন অসুস্থ থাকায় খেলতে না পারলে তাকে দেখতে যাচ্ছে, দলগতভাবে নেতা নির্বাচন করছে, কার কী দায়িত্ব তা ঠিক করছে প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ

ক. ---- বয়সে শিশুর ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে।

খ. দুই সপ্তাহ থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে ---- কাল বলে।

গ. ---- বয়সের মধ্যেই শিশু মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

ঘ. শিশু বাবা, মা ও অন্যান্যদের সাথে যেসব আচরণ করে তাই ---- আচরণ।

ঙ. ---- সাথে শিশু ভাষা শেখার চেষ্টা করে।

২. মিলকরণ

শিশু রঙিন বা চলন্ত জিনিসের দিকে নজর দিতে পারে	১ বছর ৬ মাস বয়সে
শিশু গলা দিয়ে আওয়াজ করতে পারে	৯ মাস বয়সে
শিশু নাম ধরে ডাকলে বুঝতে পারে	৬ মাস বয়সের মধ্যেই
শিশু কোন কিছু দ্বারা দাঁড়াতে পারে	দেড় মাস বয়স থেকে

শিশু পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি লিখতে পারে দুই মাস বয়স থেকে

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জন্মকালে শিশুর মাথার পরিধি হয়–

ক. ১০ থেকে ১১ ইঞ্চি খ. ১১ থেকে ১২ ইঞ্চি

গ. ১২ থেকে ১৩ ইঞ্চি ঘ. ১৩ থেকে ১৪ ইঞ্চি

২. একটি শিশু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখে ফেললে বুঝতে হবে তার বয়স আনুমানিক–

ক. দুই বৎসর খ. তিন বৎসর

গ. চার বৎসর ঘ. পাঁচ বৎসর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অয়ন ছোট্ট শিশু। পরিচিত মানুষদের সাথে তার বেশ ভাব, কিন্তু অচেনা মানুষ দেখলে সে কখনও ভয় কখনও লজ্জা পায়।

৩. অয়নের বয়স কত?

ক. ৬-৭ মাস খ. ৮-৯ মাস

গ. ১০-১২ মাস ঘ. ১২-১৩ মাস

৪. অয়নের আচরণটি তার

ক. শারীরিক আচরণের বিকাশ খ. মানসিক আচরণের বিকাশ

গ. সামাজিক আচরণের বিকাশ ঘ. শারীরিক বৃদ্ধির প্রকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশু অধিকার

আঠারো বছরের কম বয়সের সকলেই আমরা শিশু। আমাদের আছে অধিকার। আমাদের এই অধিকার জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বের সকল দেশের শিশুর একই অধিকার। সকল দেশের সরকার শিশু অধিকারের প্রতি সচেতন। শিশু অধিকার সনদে এই অধিকারগুলোকে চারটি গুচ্ছে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, শিশুর বিকাশের অধিকার, শিশুর সুরক্ষার অধিকার এবং শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার। প্রতিটি গুচ্ছে শিশুর অনেকগুলো অধিকারের কথা রয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের অধিকার সম্পর্কে জানব। নিজের অধিকারে সচেতন হবো।

শিশু

শ্রমজীবী শিশু

নৃ-গোষ্ঠীর শিশু

বস্তির শিশু

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার যেমন-স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার, পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকার, নিরাপদ পানি পানের অধিকার এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অধিকার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের সুরা সম্পর্কিত অধিকারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও সুরা সম্পর্কিত অধিকারসমূহ সম্পর্কে সচেতন হব।
- আমাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হব।

শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার

শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার গুচ্ছের মধ্যে রয়েছে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ, যেমন–

- স্বাস্থ্য সেবা পাবার অধিকার
- পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের অধিকার
- নিরাপদ পানি পান করার অধিকার এবং
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অধিকার ।

পাঠ : ২.১ ও ২.২

স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের অধিকার

প্রত্যেক শিশুরই বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে । প্রত্যেক রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিশুর বেঁচে থাকা এবং তার বিকাশের অধিকার নিশ্চিত করা । শিশুর বেঁচে থাকতে প্রয়োজন তার জন্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান । এ অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব । প্রত্যেক দেশের সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় । শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিকর খাবারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সরকারও সচেতন রয়েছেন । শিশু জন্মপূর্ব, নবজাতককাল এবং শৈশবের পরিচর্যা ও সেবা পেলে স্বাস্থ্যবান হয়ে বেড়ে ওঠতে পারে । স্বাস্থ্যবান শিশু মানেই স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশু । এই শিশুই দেশের সম্পদ, জাতীর ভবিষ্যৎ । শিশুর স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন । শিশু পুষ্টি না পেলে স্বাস্থ্যবান হবে না । শিশুর মেধার বিকাশ ঘটবে না । দেশের সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না ।

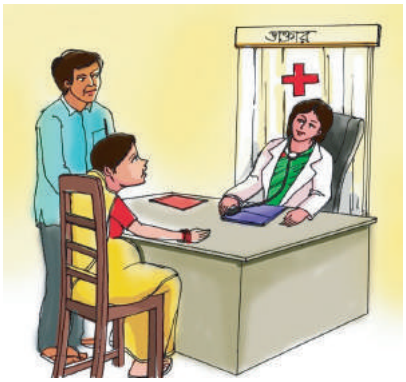

মায়ের গর্ভকালীন চিকৎসা

নবজাতকের চিকিৎসা - টিকাদান

শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অধিকারের মধ্যে নিচের অধিকারগুলো উল্লেখযোগ্য–

- শিশুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
- শিশুর জন্মের পূর্বে ও জন্ম পরবর্তী মায়ের চিকিৎসা পাবার অধিকার রয়েছে ।
- গর্ভকালীন মায়ের পুষ্টি চাহিদা পূরণের অধিকার রয়েছে ।
- প্রসবকালীন মায়ের চিকিৎসা সেবা পাবার অধিকার রয়েছে ।
- নবজাত হিসেবে শিশুর স্বাস্থ–সেবা, প্রাথমিক প্রতিষেধকমূলক স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার রয়েছে ।
- শিশুর জন্য প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের অধিকার রয়েছে ।

নিচের ঘটনাটি থেকে আমরা জেনে নিই কীভাবে মা ও শিশু তাদের অধিকার পেতে পারে–

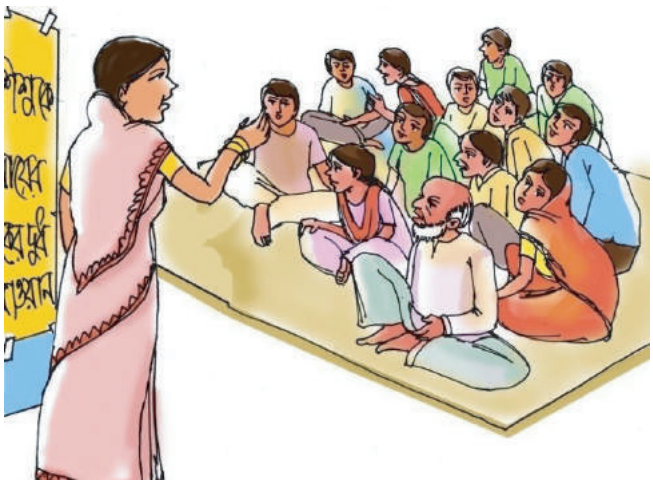

কমলা ও শর্বরীর অধিকার

কমলা মা হবে । শ্বশুর ও শ্বাশুড়ি খুবই খুশি । স্বামী সুজন কমলার খাবার সম্পর্কে ডাক্তারের পরামর্শ নিচ্ছেন । শ্বাশুড়ি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী পুত্রবধুর জন্য নানা ধরনের খাবার নিয়ম মেনে খেতে দেন । কমলা গান শুনতে পছন্দ করে । শ্বশুর তার জন্য একটি টিভি কিনে দেন । সকলে মিলে নাটক দেখেন । কখনোবা পার্কে ঘুরতে যান । সিনেমা দেখেন । কমলার প্রসব বেদনা উঠলে স্বামী, শ্বশুর মিলে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে যায় । কমলা কন্যা সন্তান প্রসব করে, তার পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় । পাড়ার সকলকে মিষ্টি খাওয়ান কমলার শ্বশুর । হাসপাতাল থেকে কমলা বাড়ি ফিরলে শাশুড়ি ডাক্তারের নির্দেশমতো তার জন্য খাবার ও ঔষধ দেয় । সকলে মিলে কন্যা সন্তানের নাম দেন শর্বরী । শর্বরীকে

সময়মতো টিকা দেয়া হয়। শর্বরীর সুস্থতা এবং মায়ের বুকের দুধ যাতে পূর্ণভাবে পায় তার জন্য একজন শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন। প্রতিমাসে শর্বরীর ওজন ও উচ্চতা মেপে দেখেন। শর্বরী তিলে তিলে বেড়ে উঠছে। শর্বরীকে নিয়ে দাদা-দাদি খুবই আনন্দে মেতে থাকে।

- শিশু ও মা-বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অধিকার রয়েছে। যেমন- মায়ের বুকের দুধের উপকারিতা, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়:নিস্কাশন, টিকাদান, পুষ্টিকর খাবার প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হওয়া।
- যেসমস্ত কুসংস্কার শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে মুক্তি পাবার অধিকার রয়েছে। যেমন–
  - গর্ভকালীন মায়ের অধিক খেতে নেই যাতে গর্ভের সন্তান বড় হয়ে যায়।
  - গর্ভধারণকারী মায়ের কোনো কাজ করতে নাই।
  - রাতে ফল খেতে নেই।
  - ছোট মাছের চেয়ে বড় মাছে অধিক প্রোটিন থাকে।
  - কমদামি ফলে ভিটামিন কম ইত্যাদি থেকে সচেতন হওয়ার অধিকার।

কাজ-১ : সেন্টু ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী, তাকে তার বাবা ইটের ভাটার কাজে জোর করে পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে সেন্টুর কোন অধিকারে বাধা দেওয়া হয়েছে?

কাজ-২ : নাজমা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন দাদা তার মাকে সন্তানকে টিকা দিতে উৎসাহ দেন। এক্ষেত্রে মা ও শিশুর কোন অধিকার রক্ষা পেয়েছে?

পাঠ : ২.৩

নিরাপদ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার

আগের পাঠে আমরা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে জেনেছি। এ পাঠে নিরাপদ বা বিশুদ্ধ পানি পানের অধিকার সম্পর্কে জানব এবং শিশু যাতে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বসবাস করতে এবং বেড়ে উঠতে পারে এ অধিকার সম্পর্কে জানব।

- শিশুর জীবনধারণের জন্য নিরাপদ পানি পানের অধিকার রয়েছে।
- বিশুদ্ধ পানি পানের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার অধিকার রয়েছে।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল অংশকে সচেতন থাকতে হবে।

চিত্র : শিশু বান্ধব পরিবেশে শিশুর বেড়ে ওঠা

- শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে বেড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে।
- যে সকল কাজ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য তিকর এবং যে কাজ তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা থেকে তাদেরকে মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে।
- শিশু বান্ধব পরিবেশে পরিবারে বসবাস ও বেড়ে ওঠার অধিকার শিশুর রয়েছে।
- পরিবার, বিদ্যালয় ও অন্য পরিবেশে ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের অধিকার রয়েছে।
- শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য শিশুর বিনোদন উপভোগ করার অধিকার রয়েছে।
- বিদ্যালয়, প্রতিবেশী দলে এবং শিশুর জন্য উপযোগী পরিবেশে খেলাধুলা করার অধিকার শিশুর রয়েছে।

চিত্র : শিশুবান্ধবহীন পরিবেশ

কাজ-১ : উপরের ছবি দু'টি লক্ষ কর। কোন অধিকার পাচ্ছে এসব শিশুরা, কোন অধিকার পাচ্ছে না- চিহ্নিত কর।

কাজ-২ : যে অধিকারগুলো শিশুর জন্য নিরাপদ পানি পান এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত তা নিচের ছকে লিখ।

নিরাপদ পানি পানের অধিকারসমূহ	স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অধিকারসমূহ

শিশুর সুরক্ষার অধিকার

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুর সুরক্ষার জন্য কতিপয় অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারগুলোই শিশুর সুরার অধিকার। এই অধিকারগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিশুকে রার জন্য কতিপয় অধিকার। যেমন–

- শরণার্থী শিশুর অধিকার।
- পরিবার থেকে নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশুর অধিকার।

পাঠ : ২.৪

শরণার্থী শিশু এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর অধিকার

যেকোনো কারণে এক দেশ থেকে অন্যদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী শিশুকে শরণার্থী শিশু বলে। শরণার্থী শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এসব শিশুরা অন্যদেশে শরণার্থীর মর্যাদা পেত না। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে এ সব শিশুর অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

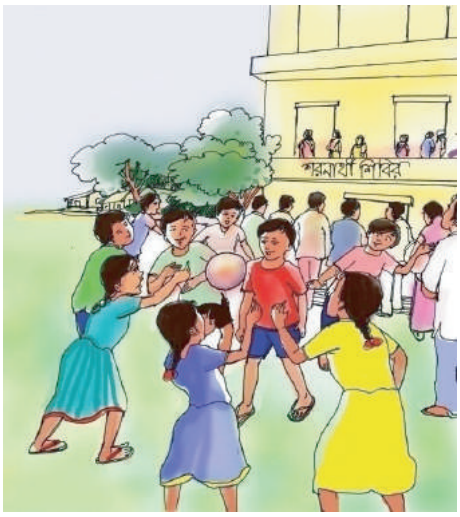

শরণার্থী শিবিরের শিশুরা শরণার্থী শিবিরের বাইরে খেলছে

- শরণার্থী শিশু অথবা শরণার্থী মর্যাদা প্রার্থী শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থার কথা শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে। অভিভাবকহীন শিশুর মা, বাবাকে খুঁজে বের করা এবং শিশুকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াও এ অধিকারের ভেতরে রয়েছে। যদি শিশুর মা-বাবা অথবা পরিবারের কাউকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সরকার তার লালন-পালন ও সুরার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- কোনো শিশু যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন- মা-বাবার কাছ থেকে হারিয়ে যাবার ফলে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সেই শিশুর অধিকার রক্ষার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা নিবে।
- এসব শিশুদের জন্য সরকার পারিবারিক সুযোগ সুবিধার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কাজ-১ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সময়ে স্বপন, দেবদুলাল ও মিঠু নামের তিনটি শিশুকে ভারতের দমদম রেল-স্টেশনে পাওয়া যায়। ভারত সরকার এ শিশু তিনটির পিতা-মাতাকে খোঁজার উদ্দেশ্যে পত্রিকা, মাইকিংসহ পোস্টার পেপারে ছবি ছাপিয়েছেন। স্বপন ও মিঠুর বাবা-মাকে পাওয়া গেলেও দেবদুলালের বাবা মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে এই তিনটি শিশুর অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা হবে?

কাজ-২ : রহমত ৪ বছর বয়সে নানার বাড়ি যাওয়ার সময় হারিয়ে যায়। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলেও পাওয়া যায়নি। সন্তানকে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত খোঁজার সময় একদিন শিশুটির মা-বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা যান। রহমতকে বেগমগঞ্জের থানা পুলিশ পেলেও তার বাবা-মাকে খুঁজে পায়নি। এক্ষেত্রে শিশুটি কী অধিকার পাবে?

পাঠ : ২.৫

নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন শিশুর অধিকার

শিশুকে নির্যাতন করা হচ্ছে

সমাজে সকল শিশুর অধিকার সমান। সমাজে বিশেষ পরিস্থিতি যেমন- মা-বাবার মৃত্যু, শিশুকে ফেলে মা-বাবার চলে যাওয়া, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদের ফলে মা/বাবার আবার বিয়ে করা ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রে শিশুর দায়িত্ব তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়ে থাকে। আবার মা-বাবার দ্বারাও শিশু শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতে পারে। এমনকি নিকট আত্মীয়দের দ্বারাও যৌন নির্যাতন, খেতে না দেওয়া, শিশুশ্রমে নিয়োজিত করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে। এসবের হাত থেকে রক্ষা পাবার অধিকার শিশুর রয়েছে।
সকল অত্যাচার রোধের জন্য এবং যে সকল শিশু এই ধরনের অত্যাচারের শিকার তাদের সুরার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিবে।

নিচের ঘটনাগুলো পড় এবং কোন কোন অধিকার থেকে শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তা বল–

কাজ- ১ : শিমুলের বাবা মারা যাবার পর, তার মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়। শিমুল তার মামার বাড়ি চলে যায়। মামা-মামি তার পড়াশুনা বন্ধ করে দেয় এবং বাড়ির কাজে নিয়োজিত করে। বিভিন্ন অজুহাতে তাকে মারধর করে।

কাজ - ২ : শামসুল ৪র্থ শ্রেণির একজন ভালো ছাত্র। স্কুল শুরুর আগে প্রায়ই তাকে তার মা-বাবা করিম মাতব্বরের কাঠের মিলে কাজ করার জন্য পাঠায়। একাজে মাতব্বর তাকে প্রতিদিন ৩০ টাকা দেয়। এ কাজে তার পড়াশুনার খুব ক্ষতি হয়। একদিন কাজে না গেলে মা-বাবা উভয়েই মারধর করে। শামসুলের মন সব সময় খারাপ থাকে।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ

১. শিশু অধিকার সনদে অধিকারগুলোকে ------ --গুচ্ছে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

২. শিশুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ---------- অত্যন্ত জরুরি ।

৩. -------- পরিবেশে পরিবারে বসবাস ও বেড়ে ওঠার অধিকার শিশুর রয়েছে ।

৪. যেকোন কারণে এক দেশ থেকে অন্যদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী শিশুকে ---------- বলে ।

৫. যে সকল শিশু নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার তাদের সুরক্ষার জন্য --------- -- যথাযথ ব্যবস্থা নিবে ।

২. মিলকরণ

১.শিশু পুষ্টি না পেলে	ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ।
২. কুসংস্কার	স্বাস্থ্যবান হবে না ।
৩. শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য	শরণার্থী শিশুদের অধিকারের কথা বলা আছে ।
৪.জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে	শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।
৫.মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ	বিনোদন উপভোগ করার অধিকার আছে ।

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

i. শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার গুচ্ছের মধ্যে সর্বপ্রথম কোনটির কথা বলা হয়েছে?

ক. স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার

খ. পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অধিকার

গ. নিরাপদ পানি পাবার অধিকার

ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অধিকার

ii. গর্ভকালীন মায়ের পুষ্টি চাহিদা পূরণের অধিকার আছে কারণ–

ক. শিশু মায়ের কাছ থেকে পুষ্টি পায়

খ. সুস্থ মা সুস্থ সন্তান প্রসব করতে পারেন

গ. মায়ের নিজের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজন হয়

ঘ. মায়ের সন্তান দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য

৪. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং iii. ও iv. নং প্রশ্নের উত্তর দাও

মাথিন একটি দলের সাথে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। খোঁজ করেও তার পিতামাতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

iii. মাথিন একজন–

ক. নির্যাতিত শিশু

খ. শরনার্থী শিশু

গ. অবহেলিত শিশু

ঘ. শ্রমজীবী শিশু

iv. মাথিনের ক্ষেত্রে অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য -

ক. সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে

খ. জাতিসংঘের দায়িত্ব নিতে হবে

গ. তার নিজের দেশে ফিরিয়ে দিতে হবে

ঘ. পারিবারিক সুযোগের বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে

তৃতীয় অধ্যায়

আমার বেড়ে ওঠা

শিশু পরিবারের মধ্যেই বেড়ে ওঠে। একটি চারাগাছকে যেভাবে যত্নকরে বড় করতে হয় তেমনি পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি এবং অন্যান্যদের যত্নে শিশুটি বেড়ে ওঠে। শিশুটি এক সময়ে নিজের উঠান পেরিয়ে প্রতিবেশির সাথে মিশে। এভাবে সমাজের সকলের সংস্পর্শে আসে। শিশু পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। পরিবার ও সমাজের মানুষের এসব আচরণ শিশুর আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। সুন্দর পরিবার ও সমাজে বেড়ে উঠে শিশু বিকশিত হয়। সমাজে শিশুর এভাবে বেড়ে ওঠায় সৃষ্টি হয় সুন্দর সমাজ।

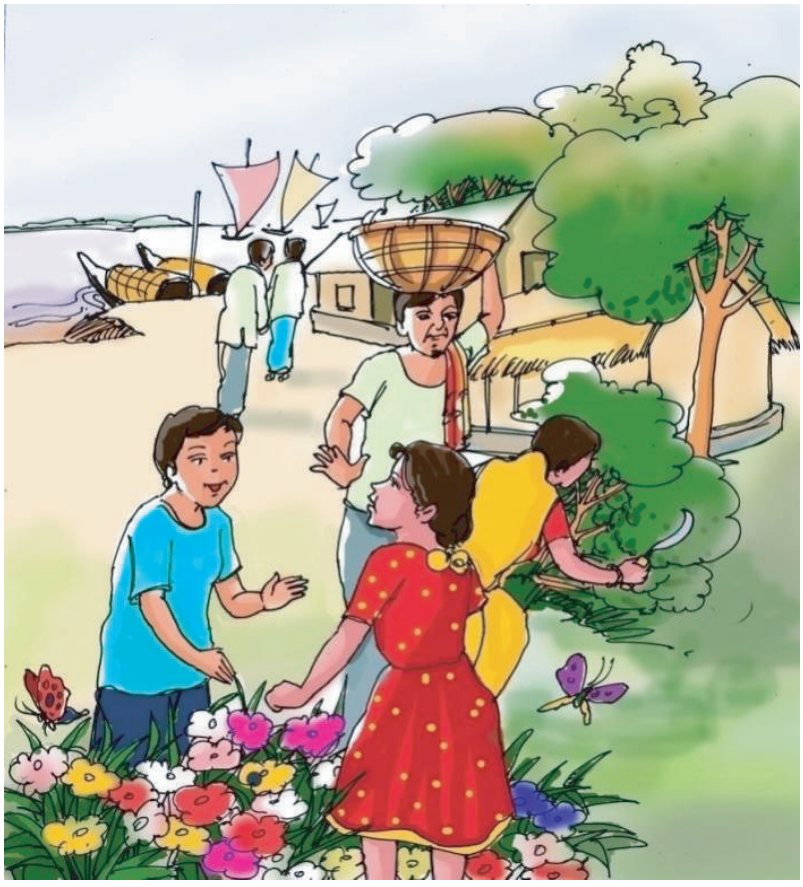

পরিবার, প্রতিবেশি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিশুর বেড়ে ওঠা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- পরিবার ও সমাজে শিশু বেড়ে ওঠার ক্রে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুর প্রতি ভালো ও মন্দ আচরণ সনাক্ত করতে পারব ।
- পরিবার ও সমাজে মন্দ আচরণ মোকাবেলায় করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে রায় সচেতন হব ।
- মন্দ আচরণ থেকে নিজেকে রা করতে পারব ।

পাঠ : ৩.১

পরিবারের সদস্যদের সাথে আমার সম্পর্ক

বাবা-মা ও ভাই-বোন, মিলে আমাদের পরিবার । আবার কোনো কোনো পরিবারে বাবা, মা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি, চাচা, চাচি ও চাচাত ভাই-বোনও থাকে । এরাই আমাদের পরিবারের সদস্য ।

বাবা-মা ও ভাই-বোন নিয়ে
ছোট পরিবার

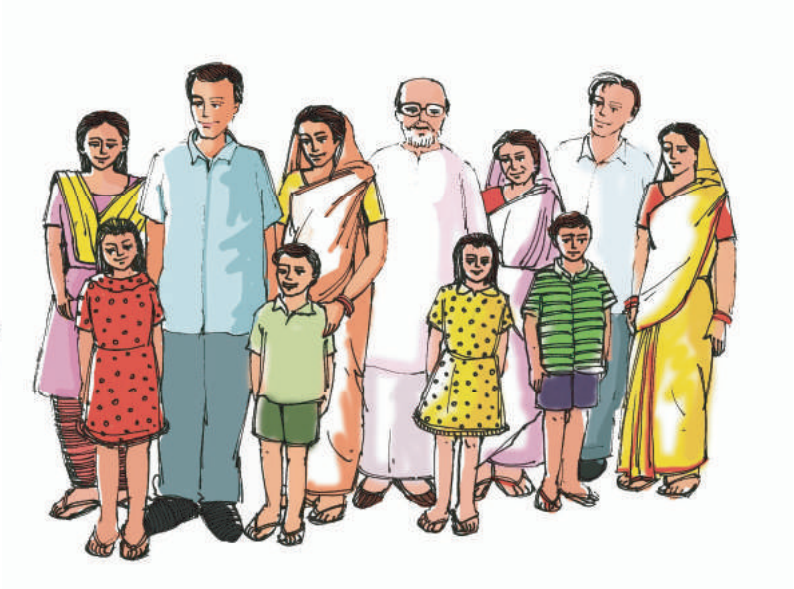

বাবা, মা, ভাই, বোন, দাদা, দাদি, চাচা, চাচি
ও চাচাত ভাই-বোন নিয়ে বড় পরিবার

শিশুর সুন্দর আচরণ গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারই শিশুর জীবনকে মধুময় করে গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে মায়ের এবং বাবার ভূমিকা অধিক। অনেককে বলতে শোনা যায়, ভালো মা-বাবার সন্তানও ভালো হয়। এর অর্থ এসব পরিবারে সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। সামাজিক আচরণসমূহ এসব পরিবারে সযত্নে রক্ষা করা হয়। যেমন- বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ, ভালোবাসা, একে অন্যের কষ্ট বোঝা, পরস্পরের প্রতি গভীর মমতা প্রভৃতি। তাছাড়া সহযোগিতা, সহমর্মিতা, অংশগ্রহণ প্রভৃতি আচরণগুলো শিশু পরিবার থেকেই শিখে।

উদারতার প্রথম শিক্ষা শিশু লাভ করে পরিবারে। এ শিা শিশু পরিবারের বিভিন্ন কাজে পিতা-মাতার বিচারবোধ থেকে শিখে। শিশুর আচরণে নৈতিকতার বীজ বপন করে পিতা-মাতাই। পিতা-মাতা বাড়িতে সন্তান ও অন্যান্য সদস্যের সাথে ভালো ব্যবহার করলে শিশু এ আচরণটিই শিখবে। পরিবার হচ্ছে শিশুর জন্য একধরনের স্কুল, যেখানে শিশু-ভাবতে, অনুভব করতে ও মানুষের সাথে কীরূপ আচরণ করবে তা শেখে।

মা সন্তানদের বড় আপনজন। তার কথা, হাসি, আবেগ, অনুভূতি সবই শিশু অন্তরে অনুভব করে। শিশুর আচরণে ভালো ও মন্দের বিকাশ ঘটাতে পরিবারে মা-বাবার ভূমিকাই প্রধান। তাদের সুন্দর আচরণের মধ্যে দিয়েই সন্তানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিশুর জন্য মায়ের ভালোবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভালোবাসার মধ্যদিয়ে শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক গভীর হয়।

মা শিশুকে পড়াচ্ছে

শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসা বা স্নেহ-হতে পারে অপরিসীম, তবে কখনো কখনো

সন্তানের জন্য আদর সীমিত করা প্রয়োজন। আদর করে শিশুর অনেক আবদার, জেদ সর্বদা মেনে নিলে তার এ সব আচরণ বাড়তে থাকবে। এ সব জেদ একসময় শিশুর জীবনের ক্ষতি করে। অধিক আদরই তাদেরকে বিপদে চালিত করে। তাই মায়ের এ ভালোবাসা হতে হবে পরিমিত ভালোবাসা যা পরবর্তী সময়ে তাদেরকে মহৎ করে তুলবে। তবে শিশুর প্রতি অধিক কঠোরতা ও সংযমও ভালো নয়।

মা তার ছেলে- মেয়েকে সমানভাবে আদর ও সমানভাবে পরিবারের কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। এতে শিশুর আচরণে সৃষ্ট বিচারবোধ জন্মে। মা তার সন্তানের ভালো কাজে প্রশংসা করলে সন্তানের আচরণেও এ গুণের পরিচয় মিলবে। সকল কাজে সত্য বলা, উপকার করা, অপরকে সাহায্য করা, কেউ খারাপ আচরণ করলেও তার সাথে ভাল আচরণ করা, পরিশ্রম করা প্রভৃতিতে মা সন্তানকে সাহায্য করলে সন্তান সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠবে।

বাবা সন্তানের বন্ধু। বন্ধুর কাছে যেমন মনের সুখ ও দুঃখের কথা বলা যায়। সন্তানকেও একইভাবে এ কথা বলা উচিত। পরিবারের সুখ ও দুঃখ সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। শিশুর প্রতি বাবার শাসন হবে মধুর। সমাজের কোন বিষয়গুলো ভালো কোনটি ভালো নয় তা বাবা ছেলে-মেয়েকে বুঝিয়ে বলবেন। এতে সন্তানদের আচরণ হবে উদার ও বন্ধু বৎসল। আবার পরিবারে বাবা ও মায়ের সম্পর্কের ওপর সন্তানের আচরণ নির্ভরশীল।

পরিবারে ভাই-বোনের সম্পর্কও মধুর হওয়া উচিত, ভাইবোন একসাথে বিদ্যালয়ে যাওয়া, খেলাধুলা করা প্রভৃতির মধ্যদিয়ে পারিবারিক সম্পর্ক গভীর হয়। একে অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। স্নেহ ও শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতার গুণ অর্জন করে।

যে পরিবারে দাদা-দাদি, চাচা-চাচি এবং চাচাতো ভাই- বোন থাকে সে পরিবারে দাদা-দাদিই নাতি-নাতনির মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। বড় পরিবারে ভাই-বোনরা মিলে মিশে পারিবারিক কাজ খেলাধুলা করলে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

কাজ-১ : রাহেলাদের পরিবারে ৫ জন সদস্য । রাহেলা, বাবা-মা, ছোট এক ভাই আর দাদি । রাহেলারবাবা-মা এর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক । তাদের পরিবারে একটি সুন্দর ও নৈতিক পরিবেশ রয়েছে ।পরিবারের সদস্যদের সাথে রাহেলার কীরূপ আচরণ করা উচিত? নিচের ছকে লিখ ।

পরিবারের সদস্য	রাহেলার আচরণ
মা -বাবা	
ছোট ভাই	
দাদি	

পাঠ : ৩.২ ও ৩.৩
সমাজের মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক

শিশুর আচরণ বিকাশে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা রয়েছে । তাছাড়া শিশু যে সমাজে বেড়ে ওঠে সে সমাজের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ । পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে শিশু প্রথমে তার প্রতিবেশির সাথে মিশে । এভাবে যে সমাজে সে বাস করে সে সমাজের অনেকের সাথেই তার সম্পর্ক তৈরি হয় । সমাজে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শেও সে আসে । শিশু যে আচরণ করে তা তার পরিবার, প্রতিবেশি এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের ফল ।

সমাজের যে পরিবেশে শিশু বেড়ে ওঠে সেখানে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয় । এখানে তারা বিভিন্ন কাজ করে । নিচের চিত্রটি লক্ষ কর-

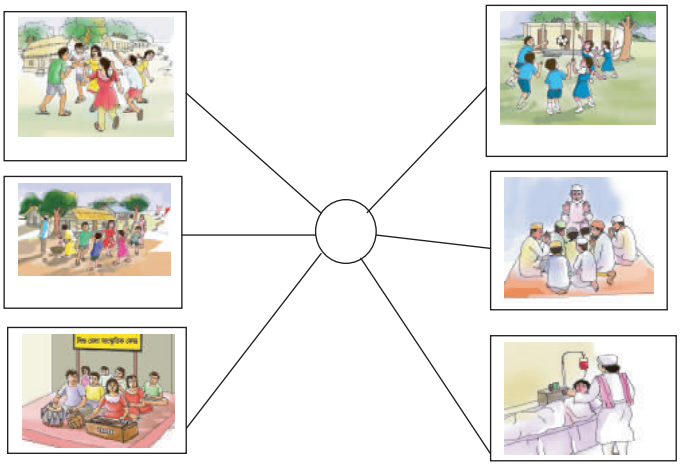

চিত্র : শিশুর বেড়ে ওঠা

পরিবারের পরে শিশু প্রতিবেশীর সাথে অধিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। শিশু প্রতিবেশীর মাঝেই বেড়ে ওঠে। শৈশবে প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের নিয়ে দল গঠন করে। এ দলে সে খেলে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। আবার বয়োজ্যেষ্ঠরাও অনেক ক্ষেত্রে শিশুর সাথে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাই শিশুর বেড়ে ওঠায় এঁদের ভূমিকা রয়েছে। শিশু এ সকল প্রতিবেশীর কাছ থেকে বিভিন্ন আচরণ শিখে। প্রতিবেশিদের আচরণ শৃঙ্খলাপূর্ণ, উদার ও সহনশীল হলে শিশুর আচরণে এ গুণগুলো লক্ষ করা যাবে। প্রত্যেক প্রতিবেশির শিশুকে নিজ সন্তানতুল্য মনে করা উচিত। শিশুকে প্রশংসা করা, ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া, মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করা প্রভৃতি একজন প্রতিবেশীর দায়িত্ব । সৎ উপদেশদানকারী ও সহযোগিতাদানে উৎসাহী প্রতিবেশীর প্রতি শিশু শ্রদ্ধা পোষণ করে। শিশুকে সুষ্ঠু পরিবেশে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা একজন প্রতিবেশীর নৈতিক দায়িত্ব।

আমাদের সমাজে শিশুই বড় বিচারক। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় শিশুই কোনো কোনো প্রতিবেশী সম্পর্কে বলে তার আচরণ ভালো না। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের আচরণ এ প্রকৃতির তাদের প্রতি শিশুদের মনে একটা ঘৃণাবোধ থাকে। শিশু বড় হলে এসব প্রতিবেশিরা শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়।

বিদ্যালয় পরিবেশে শিশু শিক্ষক, সহপাঠী ও কর্মচারীদের সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকের আচরণ শিক্ষার্থী মনে রাখে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের আচরণ থেকে শিক্ষার্থী উদারতা, সরলতা, বিশ্বাসবোধ, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণ অর্জন করে। আবার সহপাঠী শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ে অন্যান্য বন্ধুদের দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে একই গুণ লাভ করছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী যাদের আচরণে শিশু আহত হয় কিংবা আচরণ পছন্দ করে না অনেক ক্ষেত্রেই এসব শিশুরা তাদেরকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে না।

শিশু বিদ্যালয়ের পরে এলাকার বিভিন্ন সংগঠন যেমন– ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংঘ প্রভৃতির কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু অনেক বন্ধুর সাথে মিলিত হয় এবং খেলাধুলায় মেতে ওঠে। এতে অনেকের মধ্যেই সখ্যতা গড়ে ওঠে। এ সখ্যতার মাধ্যমে শিশু সহযোগিতা, সহনশীলতা, বিচারবোধ প্রভৃতি গুণ অর্জন করে। আবার কখনো বা যেসব বন্ধুদের আচরণ তাদের ভালো লাগে না তাদেরকে শিশুরা এড়িয়ে চলে। শিশু

এসব ক্লাব কিংবা সংঘে যোগদান করে অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারে কে ভালো বা কে মন্দ। তারা এসব মন্দদের ঘৃণা করে এবং এড়িয়ে চলে।

শিশুরা এলাকার মসজিদ, মন্দির, গীর্জা এবং প্যাগোডায় যার যার ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে যায়। ঈদ, বড়দিন, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধপূর্ণিমা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে মিলিত হয়। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শিশু অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসে। ধর্মীয় অনেক শৃঙ্খলা ও আচারবোধ এখান থেকে অর্জন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে অনেক ধর্মীয় আলোচনা হয়। এর মাধ্যমে শিশুদের আচরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি,ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা প্রভৃতি জন্মে। শিশু পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কাব এবং সাংস্কৃতিক সংঘে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে সমাজের ভালো মানুষ যেমন নির্বাচন করতে পারে তেমনি মন্দ মানুষও বুঝতে ও চিহ্নিত করতে পারে।

কাজ-১ : শিশুর প্রতি পরিবারের সদস্যদের আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত চিহ্নিত করে নিচের ছকে লিখ।

পরিবারের সদস্যবৃন্দ	আচরণের ধরন
মা	
বাবা	
বড় ভাই	
বোন	
দাদা ও দাদী	
অন্যান্য	

কাজ-২ : শিশুর প্রতি সমাজের মানুষের আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত?

সমাজের ব্যক্তিবর্গ	আচরণের ধরন
প্রতিবেশি	
শিক্ষক	
ক্লাবের বন্ধু	
ইমাম	
অন্যান্য	

পাঠ : ৩.৪

আমার প্রতি পরিবার ও সমাজের আচরণ

শিশু সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বের পাঠে এ সম্পর্কে আমরা জেনেছি। শিশুর বাধাহীনভাবে বেড়ে উঠতে প্রয়োজন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক এবং সমাজের মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা। শিশু পরিবার ও সমাজের মানুষের ভালো আচরণ যেমন বুঝতে পারে তেমনি মন্দ আচরণও বুঝে। পরিবার ও সমাজের এই মন্দ আচরণের মানুষগুলো শিশুর বেড়ে ওঠায় সবচেয়ে বড় বাধা। এসব মন্দ মানুষদের নাগাল থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে কোনো কৌশলে যেন তারা আমাদের সংস্পর্শে না আসতে পারে।

পারিবারিক পরিবেশে শিশুর প্রতি আচরণ

পারিবারিক পরিবেশে বাবা, মা, ভাই-বোন, দাদা, দাদি, চাচা, চাচি শিশুর প্রতি কখনও ভালো আচারণ করে আবার কখনোবা খারাপ আচরণ করে। ভালো আচরণে শিশু বিকশিত হয়। শিশুর আচরণে বিবেকবোধ, ন্যায়বোধ, শ্রদ্ধাবোধসহ বহুগুণের প্রকাশ ঘটে। আর শিশুর প্রতি মন্দ আচরণ শিশুর বিকাশকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে ভালো আচরণ

- ভালোবাসা, স্নেহ ও আদর
- পড়াশুনায় সাহায্যে ও সহযোগিতা করা
- বাবা-মা, ছেলে-মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক
- শিশুর যৌক্তিক দাবি ধৈর্য্য সহকারে শোনা ও পূরণ করা
- শিশুর ভালোলাগা ও মন্দ লাগাকে গুরুত্ব দেওয়া ও অনুভব করা।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে কোনো কষ্ট না দেওয়া।
- বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।
- শিশুর সাথে সব বিষয় খোলামেলা আলোচনা করা।
- শিশুর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করা। শিশুর কষ্টে কষ্ট পাওয়া। সকল ভালো কাজে উৎসাহিত করা।
- ছেলে ও মেয়েকে সমানভাবে দেখা।
- বিভিন্নকাজে অংশগ্রহণে সমান সুযোগ দেওয়া।
- শিশুর ব্যক্তিত্বে কোনো আঘাত না লাগে সেদিকে সর্তক থাকা।
- শিশুর ভালো গুণগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা।
- শিশুর অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুর প্রতি মন্দ আচরণ

শিশুর প্রতি মন্দ আচরণ করা একটি সামাজিক অপরাধ। শিশুর প্রতি মন্দ আচরণগুলো হলো-

- শারীরিক নির্যাতন করা।
- মনে কষ্ট দেওয়া।
- নাম বিকৃত করে ডাকা।
- ছেলে ও মেয়েকে ভিন্ন চোখে দেখা।
- শিশুর দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- পরিবারে পিতা-মাতার ঝগড়া বিবাদে শিশুকে শারীরিকভাবে আঘাত করা।
- শিশুর ভালোলাগা ও মন্দলাগাকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- শিশুকে সকল কাজে নিরুৎসাহিত করা।
- শিশুর বিনোদনে বাধা দেওয়া।
- শিশুর মতকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- শিশুর ব্যক্তিত্বে আঘাত করা।
- শিশুর বদঅভ্যাসেকে বেশি বেশি করে বলে অপমান করা।
- শিশুর প্রতি কু-নজরে তাকানো।
- খারাপভাবে শিশুর শরীরে স্পর্শ করা।
- শিশুকে নোংরা কথা বলা।
- শিশুকে বাজে গল্প শোনানো।
- শিশুকে প্রতারণায় উৎসাহিত করা ।
- শিশুকে খারাপ কথা বলা ও খারাপ কাজে উৎসাহিত করা।

কাজ : শিশুর প্রতি পরিবার ও সমাজে মন্দ আচরণ মোকাবেলায় করণীয় কী? তোমার অভিজ্ঞতা থেকে লিখ। একটি লিখে দেওয়া হলো, বাকীগুলো লিখ।

- শিশুকে শারীরিকভাবে কষ্ট না দেওয়ার জন্য পরিবারে বাবা-মাকে সচেতন হতে হবে। শিশুর শারীরিক কষ্ট তার বেড়ে উঠতে বাধা দেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক কেও এ বিষয়েসচেতন হতে হবে।
- .. .. .. (নিজে লিখ)
- .. .. .. (নিজে লিখ)
- .. .. .. (নিজে লিখ)
- .. .. .. (নিজে লিখ)

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ

ক. শিশুর সুন্দর আচরণ গঠনে ----- ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

খ. পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে শিশু প্রথমে তার ----- - সাথে মিশে।

গ. শিশু যে আচরন করে তা তার পরিবার, প্রতিবেশি এবং ------ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের ফল।

ঘ. শিশুরা ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ------ মিলিত হয়।

ঙ. পরিবার ও সমাজের ------ শিশুর বেড়ে ওঠায় সবচেয়ে বড় বাধা।

২. মিলকরণ:

ক.উদারতার প্রথম শিক্ষা শিশু লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ।

খ. মায়ের ভালোবাসা হতে হবে পরিবারে।

গ. শিশুর প্রতি বাবার শাসন হবে বিচারক।

ঘ.শিশু যে সমাজে বেড়ে ওঠে তার ভূমিকাও পরিমিত।

ঙ.আমাদের সমাজে শিশুই বড় মধুর।

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

i. শিশু উদারতার শিক্ষালাভ করে পিতামাতার-

ক. সহনশীলতা থেকে
খ. বিচারবোধ থেকে
গ. স্নেহপরায়নতা থেকে
ঘ. সংযমবোধ থেকে

ii. একটি শিশুকে দেখে যখন বলা হয় ভালো সন্তান তখন ধরে নিতে হবে-

ক. পারিবারিক পরিবেশ সুন্দর
খ. সামাজিক আচরণ পরিবারে রক্ষা করা হয়
গ. পিতামাতা শিশুকে যথেষ্ট আদর করেন
ঘ. প্রতিবেশীরা শিশুটিকে আদর করেন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং iii. ও iv. নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আলী আহমদ সাহেবের সাথে হিমেলের দেখা হতেই হিমেল হাত তুলে বললো 'আসসালামু আলাইকুম চাচাজান'। আলী আহমদ সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, তোমার পরীক্ষার ফলাফল শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি খুব ভালো ছেলে বাবা।

iii. উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে বোঝা যায়–

ক. হিমেল সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে বড় হচ্ছে
খ. তার বেড়ে ওঠায় প্রতিবেশীর ভ'মিকা আছে
গ. সে ভালো মন্দকে চিহ্নিত করতে পারে
ঘ. সে পরিবারের সদস্যদের আদর পাচ্ছে

iv. হিমেল চরিত্রের যে গুণাগুণগুলো চিহ্নিত করা যায় তা হলো-

ক. শ্রদ্ধাবোধ
খ. মেধা
গ. সৌজন্য
ঘ. সহমর্মিতা